হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

প্রথম খন্ড

হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

১. উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে অঙ্গিকার।

২. নাজাতদাতার আগমনের প্রস্তুতি।

৩. মরিয়মের কাছে ফেরেশতার ঘোষণা।

৪. ইউসুফের কাছে ফেরেশতার ঘোষণা।

৫. তাঁর জন্ম ও রাখালগণ।

৬. তাঁর জন্ম এবং পন্ডিতগণ।

৭. নবজাতক শিশুটির জন্য ছিলো মুসার শরিয়তের প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান।

৮. অস্থায়ী আশ্রয় ও বাড়ী স্থাপন।

৯. শিশুকাল ।

১০. বায়েতকারী ইয়াহিয়ার কাজ ।

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

১. উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে অঙ্গিকার:

আল্লাহর পরিকল্পনাসমুহ স্বল্প মেয়াদী নয়। সেগুলো দীর্ঘমেয়াদী। আল্লাহর কাছে একদিন হাজার হাজার বছরের সমান। সময় আরম্ভের ঠিক শুরুতে মানুষ যখন স্ব-ইচ্ছায় অবাধ্য হয়ে আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, তখন মানুষকে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনা ছিলো।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা পূর্ণ করার জন্যই হযরত ইসা মসীহের আগমন ঘটেছিলো। হযরত ইসার জন্ম যদিও অন্য সকল মানুষের মতোই কিন্তু অনেক ভিন্নতাও আছে। এই ভিন্নতাগুলোর মধ্যে একটি হলো তাঁর জন্মের বিষয়ে ভিবষ্যদ্বানী আরেকটি হলো পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ।

প্রথম প্রধান দুটি পার্থক্য হলো হযরত ইসা যে আসবেন সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী এবং এরকম অনেক ভবিষ্যদ্বানী আছে। যেগুলোতে তাঁর আগমনের ইঙ্গিত আছে, মানবকুলের ইতিহাসের শুরুতে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার প্রি একটি মাত্র শরিয়ত বা নির্দেশ ছিলো, তারা যেন এদন বাগানের একটি নিদিষ্ট গাছের ফল না খায়, তবুও তারা অমান্য করে সেই গাছের ফল খয়েছিলেন। সর্পরূপে শয়তান বিবি হাওয়াকে খাওয়ার জন্য প্রলুদ্ধ করেছিলো এবং তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন। পরে তিনি তার সঙ্গি বা স্বামী হযরত আদমকে খেতে দিলেন এবং তিনিও খেয়ে ফেললেন। তাদের সেই অবাধ্যতা ছিলো মানবজাতির জন্য এক সর্বনাশা অথবা খুব খারাপ একটি ঘটনা। তখন আল্লাহ তায়ালা ‘নারীর গর্ভধারণ বা প্রসবের’ প্রতি নাখোশ হয়ে ঘোষণা দিলেন যে, সে প্রসবের সময় বেদনাবোধ করবে এবং সর্পরূপে শয়তান নারীর গর্ভের সন্তানের পায়ে ছোবল দিবে এবং নারীর গর্ভের সন্তান সর্পের মাথা চূর্ণ করবে। (পয়দায়েশ ৩:১৩-১৫, ইঞ্জিল শরীফের রোমীয় ১৬:২০ ও ১ম ইউহোন্না ৩:৮)।

মানবকুলের ঠিক শুরুতে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, একজন কুমারী মেয়ের গর্ভের সন্তান শয়তানের কাজকে ধ্বংস করবে কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক কষ্টভোগ করতে হবে। আবার কুমারী মায়ের প্রতি ভবিষ্যদ্বানীর ইঙ্গিতে যা বলা হয়েছিলো তা এ ভবিষ্যদ্বানীর হাজার হাজার বছর পরের। আল্লাহর অঙ্গিকার করা নাজাতদাতা বা উদ্ধারকারী যে কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নিবেন তা আছে ইশাইয়া কিতাবের ৭:১৪ আয়াতে। এর পূর্ণতা হয়েছিলো পিতা ছাড়া মরিয়মের গর্ভে সন্তান জন্মের মাধ্যমে। (ইঞ্জিল শরীফের ম্যাথিও ১:১৮-২৫ আয়াত)।

যাহোক, তার জন্ম ছিলো ব্যতিক্রমি, অন্যান্য ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখ আছে, তিনি কোথায় জন্ম নিবেন এবং বাস করবেন। নাজাতদাতা জন্ম নিবেন দাউদের নগরীতে, দাউদ ছিলেন ইয়াসিরের পুত্র (ইশাইয়া ১১:১, লূক ১:২৬, মীখা ৫:২)। হযরত ইসা দাউদের নগরী বেথলেহেমে জন্ম নিয়েছিলেন, নাজাতদাতার জন্মের ভবিষ্যদ্বানী দেয়া হয়েছিলো প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে। যদিও তিনি

জন্ম নিয়েছিলেন বেথলেহেমে কিন্তু তিনি বেড়ে উঠেছিলেন ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলের সবুলন ও নপ্তালী জেলায় (ইশাইয় ৯:১, ইউহোন্না ১:৪৫, লূক ১:২৬)। হযরত ইসা বেড়ে উঠেছিলেন সবুলন গোষ্ঠীর এলাকার নাসারেথ গ্রামে। যদিও তিনি দাউদের নগরীতে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু দাউদের নগরীতে বড় হননি। ওই জায়গাটি নাসারেত, যেখানে হযরত ইসা ঠিকই মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন।

সেই অঙ্গিকারাবদ্ধ নাজাতদাতা যে আসবেন তাঁর বিশেষ কিছু নাম থাকবে দেখুন, দানিয়েল কিতাবের ৭:১৩, ইশাইয়াহ ৯:৬-৭, ইশাইয়াহ ১১:২-৫ আয়াতে, দানিয়েল নবীর কিতাবে উল্লেখ আছে, “মানবপুত্র” (যে অনেক দিনের বৃদ্ধের কাছে হাজির হয়) অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলেন সকল মানুষ, সকল জাতি এবং সকল ভাষাভাষীর

উপর মানবপুত্রকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, যে শিশুটির আগমন ঘটবে তার উপর সমস্ত কর্তৃত্ব দেয়া হ
(ইশাইয়াহ ৯:৬,৭)। এসব পূর্ণ হলো ইসা মশীহের জন্ম দ্বারা।

প্রশ্নাবলী:

১. নাজাতদাতা কোথায় জন্ম নিবেন এবং কোথায় বাস করবেন?

----

২. মানবপুত্রকে কী কী কর্তৃত্ব দেওয়া হবে?

----

৩. তাঁর এবং আমাদের জন্মগ্রহণে কী কী মিল এবং পার্থক্য দেখা যায়?

----

৪. পুরাতন কিতাব অনুসারে নাজাতদাতার আগমনের ভবিষ্যদ্বানীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

২. নাজাতদাতার আগমনের প্রস্তুতি:

সর্বশক্তিমান মাবুদের পরিকল্পনা কেবল মানুষের জন্য নয়। মানুষের পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী কিন্তু মাবুদের পরিকল্পনা এতোই দীর্ঘমেয়াদী ও বিশাল যে, শুরু আছে শেষ নেই, বিশাল বিস্তৃতি ও অনন্তকালব্যাপী। ১নং পাঠে আমরা দেখেছি, আল্লাহ হযরত আদম ও বিবি হাওয়া সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন যে, “নারীর গর্ভের সন্তান” ও শয়তানের কাজ পরস্পরের বিনাশকারী (পয়দায়েশ ৩:১৫)। নাজাতদাতার আগমনের অনেক ভবিষ্যদ্বানী আল তৌরাত, আল যবুর এবং নবীদের কিতাবে উল্লেখ আছে। ওই সকল ভবিষ্যদ্বানীতে নাজাতদাতার জন্ম, তিনি কোথায় বাস করবেন এবং তিনি কোন পুরুষ মানুষের মিলন ছাড়া কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। (তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কুদরতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন)।

প্রশ্নাবলী:

১. মানুষ ও মাবুদের পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে পার্থক্য কি?

----

২. আগের বা পুরাতন কিতাব সমূহে নাজাতদাতার জন্ম সম্বন্ধে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বানী বিষয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক) তিনি কোথায় বাস করবেন?

খ) তিনি কেমন নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবেন?

----

৩. আগের বা পুরাতন কিতাব সমূহের মধ্যে অন্তত দু’টি কিতাবের নাম উল্লেখ করুন।

এর আগে অনেক ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা এবং নাজাতদাতার দুনিয়ায় বিস্ময়কর আগমন সম্পর্কে পাঠ করেছি। এখন আমরা পাঠ করবো (ইয়াহিয়া) সম্পর্কে, যাকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন নাজাতদাতার আগমন ও কাজ করার পথ প্রস্তুত করার জন্য। সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহর কাছে মানবকুলের সমস্ত কিছু নজরে আছে। তিনি সামাজিক ও রূহানিক প্রস্তুতির জন্য একজন নবীকে পাঠিয়েছিলেন, ইঞ্জিল শরীফের দ্বিতীয় সিপারা মার্ক ১:২,৩ আয়াতে একটি উদৃতি আছে যে, ইশাইয়া নবীর কিতাবে একটি কথা লেখা আছে (ইশাইয় ৪০:৩) যে, একজন সংবাদ

দাতার আগমন ঘটবে, তিনি হলেন বায়েতকারী ইয়াহিয়া, তার পিতা-মাতা হলেন হারুনের বংশধর, অর্থাৎ তার পিতা জাকারিয়া ইমাম পরিবারের এবং তিনি বায়তুল মোকাদ্দসের একজন খেদমতকারী হবেন (লুক ১:৫-৯)। জাকারিয়া এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ ছিলেন সন্তান সম্ভাবনার চেয়ে বেশি বয়সের এবং তাদের কোনো সন্তানাদি ছিলো না।

প্রশ্নাবলী:

১. আমাদের নাজাত দাতার কাজের পথ কে প্রস্তুত করেছিলেন?

----

২. যিনি পথ প্রস্তুত করেছিলেন তার পিতা ও মাতা কোন বংশের ছিলেন?

যখন জাকারিয়া বায়তুল মোকাদ্দসের খেদমত করছিলেন, তখন দান গ্রহনের পবিত্র স্থানে কেবলমাত্র ইমামগনের প্রবেশাধিকার ছিলো, সে সময় একজন ফেরেশতা হাজির হয়ে তাকে দেখা দিলেন। জাকারিয়া খুব ভয় পেলেন কিন্তু ফেরেশতা তাকে ভয় পেতে বারণ করলেন। তিনি জাকারিয়াকে বললেন যে, সন্তান প্রাপ্তির জন্য তোমার আকুল মোনাজাত আল্লাহর তরফ হতে কবুল হয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান হবে তাকে ইয়াহিয়া নামে ডাকা হবে। ফেরেশতার দর্শন প্রাপ্তির পরে তার শিশুটির জন্মের পূর্ব পর্যন্ত জাকারিয়া আর কথা বলতে পারলেন না অর্থাৎ বোবা হয়ে গেলেন (লুক ১:২২)। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হবে আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ প্রস্তুত করা। ইঞ্জিল শরীফের চতুর্থ সিপারা ইউহোন্না ১:৬-৮ আয়াতে তার ভূমিকার কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি নিজে নূর ছিলেন না কিন্তু সেই নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন আর সেই নূর হলেন আল্লাহর মনোনীত হয়রত ইসা।

প্রশ্নাবলী:

১. জাকারিয়া কোথায় খেদমত করছিলেন?

----

২. দান গ্রহণের পবিত্র স্থানে কার প্রবেশাধিকার ছিলো?

----

৩. ফেরেস্তা জাকারিয়াকে দর্শন দিয়ে কি ভবিষ্যদ্বানী দিয়েছিলেন।

----

৪. যার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী দেয়া হয়েছিলো তাকে কি নামে ডাকা হবে? এবং তার প্রধান কাজ কি হবে?

----

৫. দুনিয়ার আসল নূর কে?

শিশুটির জন্ম কিভাবে হবে সে সম্বন্ধেও ফেরেশতা সংবাদ দিয়েছিলেন। এই শিশুটি ভয়ভীতিহীন, সাধারণ ও সৎজীবন-যাপন করবে। ফেরেশতা আরও বলেছিলেন, সে হবে বিখ্যাত নবী ইলিয়াসের মতো একজন, ইলিয়াস নবী মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এই নবীও তাই করবেন। মালাখী নবী (মালাখী ৪:৫) ইলিয়াস নবীর ৪০০ বছর পূর্বে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে যে আসবেন, সেসম্বন্ধে ভবিষ্যতদ্বানী দিয়েছিলেন। হযরত ইসা তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন যে, ইলিয়াস নবীর ঘোষিত ব্যক্তিই হলো ইয়াহিয়া, যার মধ্য দিয়ে মালাখী নবীর ভবিষ্যদ্বানী এবং জাকারিয়ার কাছে জিব্রাইল ফেরেশতা যে সংবাদ দিয়েছেন তা পূর্ণ হয়েছে (ম্যাথিও ১১:১৪)।

প্রশ্নাবলী:

১. শিশুটিকে কিভাবে জীবন-যাপন করতে হবে?

----

২. শিশুটি বড় হলে কোন নবীর মতো হবে?

----

৩. মালাখী নবী ইয়াহিয়া নবীর কত বছর পূর্বে এসেছিলেন? (টিক চিহ্ন দিন)

৩০০বছর, ৪০০বছর, ৫০০বছর,

৪. মালাখী নবীর ও জাকারিয়ার কাছে যে ফেরেশতা ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তা কার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিলো?

----

৫. এই পূর্ণতার কথা কে বলেছেন?

এলিজাবেথ যখন অলৌকিকভাবে ছয় মাসের গর্ভবতী তখন তার বয়সে ছোট এক আত্মীয়া মরিয়মের নিকট ফেরেশতা এসে হাজির হলেন এবং মরিয়মকে বললেন, তুমি মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করেই গর্ভবতী হবে (লূক ১:২৬-৩৮) এবং এ সংবাদ নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফেরেশতা মরিয়মকে তার বয়সে বড় এক আত্মীয়ার কাছে যেতে বললেন অথচ সেই আত্মীয়াও তার মতোই গর্ভবতী ছিলেন। মরিয়ম যখন এলিজাবেথের বাড়িতে গেলেন এবং সালাম দিলেন ঠিক তখনই পাকরূহে অনুপ্রাণিত হয়ে এলিজাবেথের গর্ভের শিশুটি নড়ে-চড়ে উঠলো এবং এলিজাবেথ নিশ্চিত হলেন যে, মরিয়ম মওলার মা হতে চলেছেন (লুক ১:৪২-৪৫)।

প্রশ্নাবলী:

১. ফেরেশতা এসে মরিয়মকে কি বললেন?

----

২. মরিয়ম যখন এলিজাবেথের বাড়িতে গিয়ে তাকে সালাম জানালেন তখন কি ঘটনা ঘটলো?

----

৩. এলিজাবেথ কি বিষয়ে নিশ্চিত হলেন?

তারপর তরিকাদাতা ইয়াহিয়া জন্মগ্রহণ করলেন এবং আট দিন বয়সে তার খৎনা করানো হলো, তখন জাকারিয়া পুনরায় কথা বলার সক্ষমতা ফিরে পেলেন। পাকরূহের আবেশে বা পাকরূহে পূর্ণ হয়ে নবী হিসেবে তার ছেলে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করলেন যে, এ ছেলে আল্লাহর পথ প্রস্তুত করবে, যে পথে গোনাহ মাফ হবে এবং নাজাত পাওয়া যাবে (লুক ১:৬৭-৮০)। তরিকাদাতা ইয়াহিয়া একজন বিশেষ নবী ছিলেন, যাকে সমাজের জন্য আল্লাহর মনোনীত মসীহর আগমনের পথ প্রস্তুত করার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। আর আল্লাহর যে পরিকল্পনা পৃথিবীর জন্য তা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছিলো।

প্রশ্নাবলী:

১. জাকারিয়া তার ছেলে সম্বন্ধে কি ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন?

----

২. কার আগমনে আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

প্রথম খন্ড

হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৩. মরিয়মের কাছে ফেরেশতার ঘোষণা:

আল্লাহর মনোনীত মসীহের আগমনের পথ প্রস্তুত করার জন্য আল্লাহর মনোনীত একজন বিশেষ নবীকে পাঠিয়েছিলেন। সেই মনোনীত বিশেষ নবী ছিলেন, তরিকাদাতা ইয়াহিয়া, যিনি অলৌকিকভাবে জাকারিয়া ও এলিজাবেথের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। এলিজাবেথ ছিলেন হযরত ইসার মা মরিয়মের বয়সে বড় একজন আত্মীয়া।

মরিয়ম ছিলেন একজন যুবতী মেয়ে, তিনি গালিলী অঞ্চলের নাসারেথে বসবাস করতেন। তিনি দাউদের বংশধর সতী-সাধ্বী কুমারী মেয়ে, ইউসুফের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিলো (লুক ১:২৬-৩৮ আয়াত)। জিব্রাইল ফেরেশতা মরিয়মের নিকট হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহর সুদৃষ্টি তার উপর আছে এবং আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। মরিয়ম ফেরেশতার কথা শুনে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন কিন্তু ফেরেশতা তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং ভীত হতে বারণ করলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. আল্লাহর মনোনীত মসীহর আগমনের পথ প্রস্তুত করার জন্য যে নবী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী ছিলো তার নাম কি?

----

২. তার পিতা ও মাতার নাম কি?

----

৩. এ বিষয়ে পাক কিতাবের কোথায় উল্লেখিত আছে?

----

৪. কে বড়? (টিক চিহ্ন দিন)

ক) মরিয়ম খ) এলিজাবেথ গ) সমবয়সী।

৫. ফেরেশতা এসে মরিয়মকে সালাম জানিয়ে কি বললেন?

তখন ফেরেশতা যে কথাটি মরয়মকে বলেছিলেন তা আরও বেশি বিস্ময়কর ছিলো, কারণ তিনি বলেছিলেন মরিয়মের গর্ভে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে তাকে ইসা বলে ডাকা হবে, যার অর্থ মাবুদ নাজাত দেন। ফেরেশতা আরও বললেন, শিশুটি হবে মহান এবং শিশুটিকে রাব্বুল আলার পুত্র বলা হবে, বাদশাহ দাউদের সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তার রাজত্ব আর কখনও শেষ হবে না।

প্রশ্নাবলী:

১. ফেরেশতা এখানে কয়টি ভবিষ্যদ্বানী মরিয়মকে বলেছিলেন?

----

২. মরিয়মের গর্ভের শিশুটির কি নাম হবে এবং এই নামের অর্থা কি?

----

৩. শিশুটিকে কি খেতাব দেয়া হবে?

----

৪. তিনি কার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবেন?

----

৫. এই রাজত্বের সময়কাল বা মেয়াদ সম্বন্ধে বলুন।

তখন মরিয়ম হতবুদ্ধি ও বিষন্ন হয়েছিলেন এবং ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন হওয়া কিভাবে সম্ভব? কারণ তার তখন কোন স্বামী ছিলো না। তবে আমরা জানি ইউসুফের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিলো কিন্তু তারা একসাথে থাকা শুরু করেনি। তারপরে ফেরেশতা তাকে বললেন, তিনি যে, গর্ভবতী হবেন তা পাক-রূহের শক্তিতে হবেন, আল্লাহর রূহের ছায়া তার উপর ফেলা হবে বা পতিত হবে। এমন অস্বাভাবিক শক্তির মাধ্যমে তিনি গর্ভবতী হবেন। এ কারণে এই সন্তানটি হবে পাক-পবিত্র এবং সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহর পুত্র। হযরত আদমও পিতা ছাড়া পয়দা হয়েছিলেন এবং আল্লাহর পুত্র ছিলেন কিন্তু হযরত ইসা যদিও মানব, পিতা ছাড়া জন্ম নিবেন তবে তিনি হবেন আল্লাহর বিশেষ পুত্র। ইহা কিভাবে সম্ভব? ফেরেশতার সংবাদ অনুয়ায়ী, “আল্লাহর দ্বারা কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।” এ কথা শুনে মরিয়ম স্ব ইচ্ছায় আল্লাহর দাসী বা সেবিকা হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।

প্রশ্নাবলী:

১. মরিয়ম কেন হতবুদ্ধি বা বিষন্ন হয়েছিলেন?

----

২. মরিয়মের পেটে যে শিশু জন্ম নিবে তার নাম কি হবে?

৩. তাকে কার পুত্র বলা হবে?

৪. শূণ্যস্থান পুরণ করুন:

ক) আল্লাহর দ্বারা কোনো কিছুই

৫. ফেরেশতার কথায় মরিয়ম কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

শুরুতে আল্লাহর পরিকল্পনা ছিলো সমস্ত মানবকুলের নাজাতের জন্য, নাজাতদাতা জন্ম নিবেন একজন নারীর গর্ভে। নাজাতদাতা আমাদের মতো মানুষের সাথে মেলামেশা করবেন কিন্তু পার্থক্য হলো- তিনি হবেন পাক-পবিত্র এবং আল্লাহর রূহে পরিপূর্ণ।

প্রশ্নাবলী:

১. নাজাতদাতা আসবেন গায়েবীভাবে, নাকি নারীর গর্ভে?

২. হযরত আদমের সাথে হযরত ইসার মধ্যে পার্থক্য বলুন।

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৪. ইউসুফের কাছে ফেরেশতার ঘোষণা:

আল্লাহর পরিকল্পনা ছিলো মানব জাতির থেকে তাদের মুক্তির জন্য একটি পথ প্রনয়ণ করা। শতাব্দির পর শতাব্দি সর্বশক্তিমান মাবুদ তার পথ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নবীদেরকে পাঠিয়েছেন, তার পরিকল্পনার মূলে ছিলো মানুষের মুক্তি বা নাজাতের জন্য নাজাতদাতাকে প্রেরণ করা। পূর্ববতী পাঠে আমরা পড়েছি, জিব্রাইল ফেরেশতা কিভাবে মরিয়মের কাছে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন, যার সাথে মরিয়মের বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়েছিলো। এসব বিষয়ের প্রমাণ উল্লেখিত আছে পাক-কিতাবের ইঞ্জিল শরীফের প্রথম সিপারা ম্যাথিও ১:১৮-২৫ আয়াতে।

প্রশ্নাবলী:

১. মাবুদ শতাব্দির পর শতাব্দি নবীদের কেন পাঠিয়েছেন?

---

---

---

২. মাবুদের পরিকল্পনার মূলে কে ছিলেন?

---

---

---

৩. কে নাজাতদাতার মা হবেন বলে ফেরেশতা বলেছেন?

---

---

---

৪. মরিয়ম ও ইউসুফের কাছে ফেরেশতা যে সংবাদ দিয়েছিলেন, এসব বিষয় পাক-কিতাবের কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

---

---

---

ইউসুফ ছিলেন, ইব্রাহিমের জাতি, দাউদের বংশধর ইহুদী গোষ্ঠীর লোক। দাউদের বংশের লোকেরা জাতিগতভাবে জেরুশালেমের কাছাকাছি বেথলেহেমে বাসবাস করতো, কিন্তু ইউসুফ বসবাস করতেন দেশের উত্তরাঞ্চলের গালীল প্রদেশের নাসারেথে (লুক ২:৪)। তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি (ম্যাথিও ১৩:৫৫)। মরিয়মের সাথে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু তারা একসাথে থাকার আগেই ইউসুফ জানতে পারলেন যে, মরিয়ম গর্ভবতী।

প্রশ্নাবলী:

১. ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে ইউসুফ কোন গোষ্ঠীর লোক ছিলেন?

---

---

---

২. তাঁর ঐতিহ্যগত এলাকা কোথায় ছিলো? কিন্তু তিনি কোথায় বসবাস করছিলেন?

----

৩. পেশাগতভাবে ইউসুফ কী ছিলেন?

----

৪. কার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিলো?

----

৫. একসাথে বসবাস করার পূর্বে ইউসুফ ও মরিয়ম সম্বন্ধে কী জানতে পারলেন?

ইউসুফ স্বাভাবিক নিয়মেই মর্মাহত হয়েছিলেন। তার আশা ছিলো তিনি একজন যুবতীকে বিয়ে করবেন যার সুনাম আছে। ঘটনা হলো, যখন ফেরেশতা এসে মরিয়মকে বললেন যে, আল্লাহ মরিয়মের সাথে আছেন এবং মরিয়ম আল্লাহর রহমত প্রাপ্তা (লূক ২:২৮)। এতে বুঝা যায়, মরিয়ম ছিলেন একজন সুনামধন্যা যুবতী মেয়ে।

প্রশ্নাবলী:

১. মরিয়মকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইউসুফ যে মর্মাহত হয়েছিলেন, তা কি অন্যায় ছিলো?

----

২. ফেরেশাতা এসে মরিয়মকে দেখা দিয়ে কি বলেছিলেন?

----

৩. মরিয়ম যে সুনামধন্যা তা কিভাবে বুঝা গিয়েছিলো?

ইউসুফ মর্মাহত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একজন ভালো লোক ছিলেন বলে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না (ম্যাথিও ১:১৮-২০)। তিনি যখন এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তখন একজন ফেরেশতা তাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। ফেরেশতা তাকে স্পষ্টভাবে বললেন যে, তিনি যেনো এতে ভয় না পেয়ে মরিয়মকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। মরিয়মের গর্ভে যে শিশু আছে তা অন্য কোনো পুরুষের সংস্পর্শের ফল নয়, তিনি গর্ভবতী হয়েছেন পাক-রূহের শক্তিতে। ফেরেশতা শিশুটির নাম 'ইসা' রাখতে বললেন। এই নামের অর্থ শিশুটি মানুষদেরকে তাদের গোনাহ থেকে রক্ষা করবেন। ফেরেশতা আরও বললেন, এর জন্ম যে একজন কুমারী গর্ভে হবে তা প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে ইশাইয়াহ নবী ভবিষ্যদ্বানী দিয়েছিলেন,

> "একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হইয়া একজন পুত্রের জন্ম দিবেন ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে" (ইশাইয়াহ ৭:১৪)।

ইম্মানুয়েল নামের অর্থ হলো- "আমাদের সংগে আল্লাহ।"

প্রশ্নাবলী:

১. ইউসুফ কেমন লোক ছিলেন?

----

২. ফেরেশতা ইউসুফকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কি বলেছিলেন?

----

৩. ইসা যে কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, তা কোন নবী, কত বছর পূর্বে ভাবষ্যদ্বানী করেছিলেন?

----

৪. কুমারী মেয়ের গর্ভের শিশুটি জন্মের পর কি নাম রাখতে বলা হয়েছিলো?

----

৫. সেই নামের অর্থ কী?

----

৬. মরিয়ম কিভাবে গর্ভবতী হয়েছিলেন?

ইউসুফ স্বপ্নে ফেরেশতার থেকে আশ্বাস পেলেন। ইউসুফ ছিলেন একজন ভাল মানুষ এবং আল্লাহ ভক্ত। তাই মরিয়মকে তিনি তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ তাকে সমর্থ করে ব্যবহার করলেন যাতে নাজাতদাতার সমাজে আগমনের কারণে নাজাত দাতার মা যেন লজ্জিত না হন। পরে মরিয়ম ও ইউসুফের আরও সন্তান হয়েছিলো (ম্যাথিও ১৩:৫৫-৫৬ আয়াত), কিন্তু হযরত ইসা ছিলেন তাদের প্রথম সন্তান এবং তাঁর অন্যান্য ভাই-বোনেরা একইভাবে তার মায়ের গর্ভে আসেননি। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন একজন কুমারী নারীর গর্ভে (গালাতীয় ৪:৪ আয়াত) গোনাহমুক্ত বা পাপশূণ্য অবস্থায়, যাতে তিনি হতে পারেন দুনিয়ার নাজাতদাতা।

প্রশ্নাবলী:

১. ইউসুফ কেমন মানুষ ছিলেন?

----

২. ইউসুফ কি মরিয়মকে বিয়ে করেছিলেন এবং মরিয়মের প্রথম সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন?

----

৩. ইসার জন্মের পরে ইউসুফ ও মরিয়মের ঘরে কী আরও সন্তান হয়েছিলো?

----

৪. হযরত ইসা দুনিয়ায় কী কারণে এসেছিলেন?

----

৫. তাঁর জন্ম ও রাখালগণ:

আল্লাহর মনোনিত নাজাতদাতার জন্ম সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফের দুটি অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে, ম্যাথিও ২:১-১২ এবং লূক ২:১-২০। এই দুটি অধ্যায়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সময় এবং পরবর্তীতে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিজ্ঞাত যে একজন আসবেন তাঁর জন্ম সম্বন্ধেই কেবল পাঠ করতে পারি না, কিন্তু হযরত ইসার জন্মের সময় যে ব্যতিক্রমি ঘটনা ঘটেছিলো তাও পাঠ করতে পারি।

উক্ত দুটি অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এহুদিয়া প্রদেশের বেথলেহেমে (ম্যাথিও ২:১ এবং লূক ২:৪ আয়াত)। লূক কিতাবের উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে যে, ইউসুফ ও মরিয়ম গালীল প্রদেশের নাসারেথ গ্রাম থেকে বেথলেহেমে গিয়েছিলেন, কারণ সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিলো সবাইকে নিজ নিজ গ্রামে আদম শুমারীর তালিকায় নাম লিখাতে হবে। সেই সময় মরিয়ম হযরত ইসাকে ভূমিষ্ঠ করেন এবং আরও উল্লেখ আছে তাদের থাকার জায়গার অভাবে নবজাতক শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে জাবপাত্রে রেখেছিলেন। আমরা দেখেছি যে, মানবকুলের নাজাতদাতা কোন সৌখিন জায়গায় অথবা কোনো হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক অমর্যদাকর বা দীন-দরিদ্র জায়গায়। এই দুটি অধ্যায় থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, মরিয়ম ও ইউসুফের কাছে দুধরনের লোকদের দুটি দল নবজাতক নাজাতদাতাকে দেখতে এসেছিলেন।

লূক কিতাবের এই অধ্যায়ে (২:৮-১৪ আয়াত) উল্লেখ আছে যে, শিশুটির জন্মের সময় রাখালেরা মাঠের মধ্যে ভেড়ার পাল দেখাশুনা করছিলো, তখন একজন ফেরেশতা তাদের সামনে হাজির হলেন। সে সময় সামাজিক রীতি অনুযায়ী রাখালদের অবস্থান ছিলো খুব নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সংবাদবাহক ফেরেশতাকে পাঠালেন এই নিম্ন পর্যায়ের লোকদের কাছে। আল্লাহর উজ্জল মহিমাপূর্ণ ফেরেশতা দেখে রাখালেরা ভয় পেয়ে গেলো। ফেরেশতা ভয় পেতে বারণ করলেন এবং তাদেরকে দাউদের নগরী বেথলেহেমে যেতে বললেন এবং সেখানে নাজাতদাতাকে দেখার জন্য বললেন। ফেরেশতা তাদেরকে আরও বললেন যে, বেথলেহেমে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে সে দুনিয়ার নাজাতদাতা এবং আল্লহর মনোনিত মশীহ। তখনই এক বিরাট ফেরেশতার দল হাজির হয়ে প্রশংসার গজল গাইছেন এবং আল্লাহর তারিফ করছেন।

ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর রাখেলেরা ফেরেশতার কথা মতো বেথলেহেমে শিশুটিকে দেখতে গেলেন। তারা সেখানে গিয়ে মরিয়ম, ইউসুফ এবং যাবপাত্রে শুয়ানো শিশুটিকে তালাশ করে বের করলেন। তারা যা যা দেখলেন তা অন্যান্যদের জানালেন। আর মরিয়ম সবকিছু মনের মধ্যে গেঁথে রাখলেন। এসব মরিয়ম ও ইউসুফকে শিশুটির বিশেষ প্রাকৃতিক জন্মের বিষয়ে নিশ্চিত করেছিলেন এবং তারা বুঝেছিলেন যে, শিশুটিকে তাদের কাছে দেয়া হয়েছে যত্ন করে দেখেশুনে রাখার জন্য।

প্রশ্নাবলী:

১. আমাদের নাজাতদতার জন্ম সম্বন্ধে কোন কিতাবের কোন দুটি অধ্যায়ে উল্লেখ আছে?

----

২. ইউসুফ ও মরিয়ম নাসারেথ থেকে বেথলেহেমে কেন গিয়েছিলেন?

----

৩. দুনিয়ার নাজাতদাতা কেমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

----

৪. দুনিয়ার নাজাতদাতা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতককে কারা প্রথম দেখতে গিয়েছিলো?

----

৫. নাজাতদাতার জন্ম ব্যতিক্রমি কেন?

----

৬. নবজাতক শিশুটির আগমন উপলক্ষে ফেরেশতারা কি করলেন?

----

৭. মরিময় ও ইউসুফ কেমন করে নিশ্চিত হলেন যে, শিশুটি সাধারণ কোনো শিশু নয়, শিশুটির বিশেষ প্রাকৃতিকভাবে জন্ম হয়েছে?

----

৮. রাখালরা নবজাতক শিশুটিকে দেখার পরে কি করলেন?

----

৯. নাজাতদাতা জন্মগ্রহনের কথা শুনে আপনার উপলব্ধি কেমন?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৬. তাঁর জন্ম এবং পন্ডিতগণ:

আল্লাহর মনোনিত মসীহের জন্ম যে বেথলেহেমে হবে তা দুই ধরণের লোকদের নিকট জানানো হয়েছিলো (লূক ২:৮-১০), আমরা পড়েছি ফেরেশতা রাখালদের জানিয়েছিলেন যারা বেথলেহেম গ্রামের বাইরে (চকের মধ্যে) ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিলো। তারা দেখতে পেয়েছিলো নবজাতক শিশুটি বৈঠক খানার ঘরে জায়গা ছিলো না বলে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় জাবপাত্রে শুয়ানো ছিলো। যে শিশুটি পরবর্তীতে হবে নাজাতদাতা, আল্লাহর মনোনিত মসীহ। এই রাখালেরা ছিলো সামাজিক দিক দিয়ে নিম্ন পর্যায়ের, কিন্তু ফেরেশতা তাদেরেই নিকট সংবাদ দিয়েছিলেন তারা যেন তাকে দেখতে যায় এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ফেরেশতা কোন উচ্চ মানের লোকদের নিকট বলেননি বরং নিম্নমানের লোকদের নিকট বলেছিলেন। তারা শিশুটিকে, তার মা ও ইউসুফকে দেখেছিলো, তারা কি দেখেছিলো ও কিভাবে ফেরেশতা তাদেরকে জানিয়েছিলো তা মানুষদের নিকট বলেছিলো।

প্রশ্নাবলী:

১. পূর্ব পাঠে কাদের নিকট নাজাত দাতার জন্ম সম্পর্কে ফেরেশতা বলেছিলেন?

----

২. রাখালগন সামাজিক ভাবে কেমন অবস্থানের ছিলো?

----

৩. রাখালগন মাঠে কি করছিলো?

----

৪. মাঠটি কোথায় অবস্থিত?

----

৫. নাজাত দাতা কেমন জায়গায় শোয়ানো ছিলো?

----

৬. নবজাতক শিশুটিকে দেখে রাখালগন কি করছিলো?

ম্যাথিও ২:১-১২ আয়াতে আমরা পাঠ করে দেখি, বিভিন্ন দলের লোকদের নিকট একজন বাদশাহর জন্মের সংবাদ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু পন্ডিত লোকদেরও জানানো হয়েছিলো, এই পন্ডিত লোকেরা 'মাগোই' নামে আখ্যায়িত হতো, সম্ভবত তারা ছিলেন তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা, বর্তমানে সেই দেশ ইরান/পারস্য। তারা রাতের আকাশে একটি তারা দেখে জেনেছিলেন ইহুদীদের একজন বাদশাহর জন্মের বিষয়। তারা ছিলেন তাদের সমাজে শিক্ষিত নাগরিক। তারা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সাথে নিয়ে জ্যোতিশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করতেন ও চর্চা করতেন। আমরা দেখতে পাই তারা সরাসরি জেরুশালেমের বাদশাহ হেরোদের দরবারে গিয়েছিলেন। তারা যদিও জেরুশালেম সমাজের লোক নন এবং তারা বিদেশি, তবুও তারা সরাসরি রাজদরবারে গিয়েছিলেন।

এতে স্পষ্ট হয়ে যে, তারা সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন বলে, রাজদরবারে সরাসরি যেতে পেরেছিলেন এবং দরবার থেকে তাদেরকেই প্রথম জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো।

প্রশ্নাবলী:

১. ইহুদীদের একজন বাদশাহর জন্ম বিষয়ে পন্ডিতগন কিভাবে জেনেছিলেন?

----

২. সেখানে কতজন পন্ডিত ছিলেন?

----

৩. পন্ডিতগন কি নামে আখ্যায়িত ছিলেন?

----

৪. বাদশাহের দরবারে পন্ডিতগনের অবস্থান কোন পর্যায়ের ছিলো?

----

৫. তারা কি বিষয়ে অধ্যায়ন ও চর্চা করতেন?

বাদশা হেরোদ যখন শুনলেন যে, শিক্ষিত পন্ডিতগন একজন নতুন বাদশাহর তালাশ করছেন, তখন বাদশাহ এবং তার সভাসদবৃন্দ অস্থির হয়ে পড়লেন। এতে সহজেই বুঝা যায় যে, বাদশাহ ও তার অনুসঙ্গিগন তাদের ক্ষমতা ও অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তারপর বাদশাহ সমস্ত প্রধান ইমামদের এবং আলেমদের ডেকে জানতে চাইলেন, কিতাব অনুযায়ী আল্লাহর মনোনিত মসীহ কোথায় জন্ম গ্রহণ করবেন। তারা বাদশাহকে পরামর্শ দিলেন যে, মিকাহ

নবীর কিতাবে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক আল্লাহর মনোনিত মসীহ তাঁর লোকদের যিনি শাসন করবেন, তিনি বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন (ম্যাথিও ২:৫-৬, মিকাহ ৫:২ আয়াত)। হেরোদ একথা শুনে গোপনে পন্ডিতদের ডাকলেন। তার উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ছিলো না। তিনি তাদের কাছ থেকে ধারণা নিলেন ঠিক কোন সময় তারাটি দেখা গিয়েছিলো এবং শিশুটি কোথায় ও কখন জন্ম গ্রহণ করবে। বাদশাহ পন্ডিতদের বললেন যে, তারা যদি শিশুটির সন্ধান পান তাহলে তারা যেন জানায়, যাতে বাদশাহও গিয়ে নতুন বাদশাহকে দেখতে পারেন এবং সম্মান জানাতে পারেন (আয়াত ৮)।

প্রশ্নাবলী:

১. আপনি কি মনে করেন বাদশাহ যখন অস্থির হয়েছিলেন, তখন শিশুটির জন্ম নিয়েছিলো?

----

২. শিক্ষিত পন্ডিতগন একজন নতুন বাদশাহের তালাশ করছে শুনে বাদশাহ হেরোদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো?

----

৩. কিতাব অনুযায়ী নতুন বাদশাহ বা নাজাতদাতা কে?

----

৪. কোন নবীর কিতাবে ভবিষ্যদ্বানী আছে মসীহর জন্মস্থান সম্বন্ধে এবং জন্মস্থান কোথায়?

----

৫. বাদশাহ হেরোদ, শিশুটির সন্ধান পেলে কি করবেন বলে পন্ডিতদের নিকট বলেছিলেন?

----

৬. বাদশাহ হেরোদের উদ্দেশ্য কেমন ছিলো?

পন্ডিত লোকেরা তারাটিকে অনুসরণ করলেনে এবং যেখানে শিশুটি ছিলো সেখানে গিয়ে থামলেন। শিশুটি ও তার মা যেই ঘরে ছিলো তারা সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। তারা শিশুটিকে দেখে আনন্দ করতে লাগলেন এবং শিশুটি ও তার মাকে নতজানু হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন, তারা অত্যাধিক মূল্যবান সোনা, গন্ধরস ও লোবান উপহার দিলেন। তারা

বাদশাহ হেরোদকে খবর দেয়ার পরিবর্তে অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে চলে গেলেন, কারণ স্বপ্নে তাদের সাবধান করা হয়েছিলো, তারা যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান।

প্রশ্নাবলী:

১. পন্ডিতগন কিসের অনুসরণ করে শিশুটির সন্ধান পেলেন?

----

২. শিশুটিকে পেয়ে পন্ডিতগন কি করলেন?

----

৩. তারা কেন শিশুটির সংবাদ নিয়ে হেরোদের কাছে গেলেন না?

----

৪. পন্ডিতগন শিশুটিকে এবং তার মাকে কি কি উপহার দিয়েছিলেন?

----

৫. কিন্তু রাখালরা শিশুটিকে দেখে কি করেছিলো এবং তারা কি কোন উপহার দিয়েছিলো?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৭. নবজাতক শিশুটির জন্য ছিলো মুসার শরিয়তের প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান:

(লুক ২:২১-৩৮)

“যখন বালকটির খতনার জন্য আটদিন পূর্ণ হইল, তখন তাহার নাম ইসা রাখা হইল, তাহার মায়ের গর্ভবতী হইবার আগেই ফেরেশতা কর্তৃক এই নামই রাখা হইয়াছিলো। পরে যখন মুসার শরীয়ত মোতাবেক তাহাদের পাকসাফ হইবার সময় হইল, তখন তাহারা তাহাকে জেরুশালেমে নিয়া গেলেন, যেন তাহারা তাহাকে মওলার খেদমতে পেশ করিতে পারেন। যেমন মওলার শরীয়তে লেখা আছে, প্রত্যেক প্রথম পুরুষ সন্তানকে মাবুদের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করিতে হইবে, আর যেন কোরবানী করেন, যেমন- মওলার শরীয়তে ইরশাদ হইয়াছে, ‘এক জোড়া কপোত কিংবা দুইটি কপোতের বাচ্চা।

দেখ, জেরুশালেমে শিমিউন নামে একজন ন্যায়শীল পরহেজগার লোক ছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের দুঃখ দুর হওয়ার আশা করিতেন এবং তাহার উপর পাকরূহ ছিলেন। পাকরূহ তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর আগেই তিনি মওলার ওয়াদা করা মসীহকে দেখিতে পাইবেন। তিনি সেই রূহের আবেশে বায়তুল মোকাদ্দসে আসিলেন এবং শিশু ইসার মাতা-পিতা যখন শরীয়তের মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে ভিতরে আনিলেন, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইলেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিয়া বলিলেন,

“হে মালিক মাবুদ, এখন তুমি তোমার কথা মোতাবেক তোমার গোলামকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কারণ আমার দুই চোখ তোমার নাজাত দেখিতে পাইল, যাহা তুমি সকল জাতির জন্য খেদমতের ব্যবস্থা করিয়াছ। বিজাতীয়দের কাছে প্রকাশিত হইবার জন্য এই নূর ও তোমার বান্দা ইস্রাইয়েল জাতির জন্য গৌরব।”

তাহার বিষয়ে কথিত এই কথাগুলিতে তাহার পিতা-মাতা আশ্চর্য হইলেন, শিমিউন তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহার মাতা মরিয়কে বলিলেন, “দেখ, ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেই আল্লাহর নিকট হইতে পিছাইয়া যাইবে আবার অনেকেই আল্লাহর দিকে আগাইয়া আসিবে এবং তিনি এমন একটি নিশানা হইবেন যাহার বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলিবে, যেন অনেকের অন্তরের চিন্তা প্রকাশ হয়।” আর তোমার নিজের প্রাণও তলোয়ারে বিঁধিবে।

হান্না নামে একজন মহিলা নবী ছিলেন, তিনি আশের বংশধর, পনুয়েলের কন্যা, তাহার অনেক বয়স হইয়াছিল, তাহার বিবাহের পর তাহার স্বামীর সাথে সাত বছর বসবাস করিয়াছিলেন।চৌরাশি বছর বয়স পর্যন্ত বিধবা হইয়া থাকেন, তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে থাকিয়া রোজা রাখিতেন ও মোনাজাত করিয়া দিন রাত্রি এবাদত করিতেন। তিনি সেই মুহুর্তে আসিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন এবং যতলোক জেরুশালেমের মুক্তির জন্য অপেক্ষায় ছিল, তাহাদিগকে ইসার কথা বলিতে লাগিলেন। মওলার শরীয়ত মতে সকল কাজ শেষ করিবার পর তাহারা তাহাদের নিজেদের শহর গালিলীর নাসারথে ফিরিয়া গেলেন। পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন ও শক্তিশালী হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পুর্ণ হইতে থাকিলেন, আর আল্লাহর রহমত তাহার উপর ছিল।

তাহার মাতাপিতা প্রতি বছর ইদুল ফেসাকের সময়ে জেরুশালেমে যাইতেন। তাহার বয়স বার বছর হইলে তাহারা ইদের রেওয়াজ অনুসারে জেরুশালেমে গেলেন এবং ইদের সময় শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বালক ইসা জেরুশালেমে রহিয়া গেলেন, আর তাহার মাতাপিতা তাহা জানিতেন না,

> কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করিয়া তাহারা একদিনের পথ পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন, পরে আত্মীয় পরিচিত লোকদের মধ্যে তাহার খোঁজ করিতে লাগিলেন, তাহাকে না পাইয়া তাহার খোঁজ করিতে করিতে জেরুশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিনদিন পর তাহারা তাহাকে বায়তুল মোকাদ্দসে দেখিতে পাইলেন, তিনি শরীয়তের মুফতিদের মধ্যে বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন ও তাহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, যাহারা তাহার কথা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে তাহার বুদ্ধি ও জবাবে খুব আশ্চর্য হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইলেন এবং তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের প্রতি এই ব্যবহার কেন করিলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি ব্যাকুল হইয়া তোমার খোঁজ করিতেছিলাম।”

ব্যাখ্যা:

নাজাতদাতা ইসার জন্মের পরের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা গত পাঠে জেনেছি যে, পন্ডিতগন শিশুটির কাছে এসেছিলেন। নাজাতদাতার শিশুকালে রাতের বেলা রাখালেরা আসার কিছুদিন পর কয়েকজন বিদেশি পন্ডিত তাঁর কাছে এসেছিলেন। মুসার শরিয়ত অনুযায়ী কোনো পরিবারের প্রথম প্রথম শিশু জন্ম নিলে কিছু নিয়ম রীতি পালন করতে হয় (লেবীয় ১২:১-৮)। প্রথম পালনীয় নিয়ম হলো, ছেলে শিশুর জন্ম হলে শিশুটির আট দিন বয়সে খৎনা করাতে হবে। হযরত ইসাকে আট দিনের দিন খৎনা করানো হয়েছিলো এবং ফেরেশতার আদেশ অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়েছিলো ‘ইসা’ (লূক ১:৩১)। ছেলে শিশু জন্মের পর শিশুটির মা ছেলেটিকে নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দসে অথবা বায়তুল মোকাদ্দস নির্মিত হওয়ার পূর্বে হাজিরা তাম্বুতে যেতে হতো এবং মাবুদের উদ্দেশ্যে একটি কোরবানী পেশ করতে হতো, যাতে তিনি দেখতে পারেন যে, তার নাপাকের বা অপবিত্রতার সময়কাল সমাপ্ত হয়েছে। একটি ভেড়া, একটি কবুতর এবং একটি ঘুঘু কোরবানী পেশ করবেন। যদি শিশুটির পিতা-মাতার পক্ষে ভেড়া পেশ করার সামর্থ না থাকে, তাহলে এক জোড়া কবুতর অথবা একজোড়া ঘুঘু পেশ করবেন।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসার শিশু অবস্থায় কারা কারা দেখতে এসেছিলেন? তারা সামাজিকভাবে কোন কোন পর্যায়ে ছিলেন?

----

২. ছেলে শিশু জন্ম নিলে মুসার শরীয়ত অনুযায়ী কোন কোন ধর্মীয় নিয়ম পালন করতে হতো?

----

৩. হযরত ইসার খৎনা কতদিন বয়েসে হয়েছিলো?

----

৪. মরিয়ম ও ইউসুফ বায়তুল মোকাদ্দসে কোরবানী পেশ করার জন্য কি নিয়ে গিয়েছিলেন?

----

৫. তাদের কোরবানী পেশ করা অনুযায়ী তাদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিলো বলে মনে হয়?

যখন মরিয়ম ও ইউসুফ বায়তুল মোকাদ্দসে কোরবানী দিতে গিয়েছিলেন, তখন শিমিউন নামে একজন ধার্মীক ও আল্লাহ ভক্ত লোক পাকরূহ দ্বারা চালিত হয়ে বায়তুল মোকাদ্দসে আল্লাহর মনোনিত মসীহকে দেখতে গিয়েছিলেন (আয়াত ২৭)। শিমিউন আল্লাহর অঙ্গিকার এবং তার কাছে যে প্রকাশ করা হয়েছিলো তিনি মারা যাওয়ার পূর্বে মাবুদের সেই মসীহকে দেখতে পাবেন, যার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন তা পূর্ণ হলো (আয়াত ২৬)। শিমিউন যখন শিশুটিসহ মরিয়ম ও ইউসুফকে দেখলেন তখন তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন যে, আল্লাহ যে নাজাতের অঙ্গিকার করেছেন তা তিনি দেখলেন, এই শিশুটিই হবে ইহুদী ও অইহুদীদের জন্য পথ দেখাবার নূর (আয়াত ২৯-৩২)। শিমিউন শিশুটির মা মরিয়মকে বিশেষভাবে বললেন যে, তাঁর ছেলের জন্য ইব্রাহিমের বংশ বনি-ইস্রাইলের মধ্যে অনেকের পতন হবে আবার অনেকে নাজাত পাবে এবং মরিয়ম তাঁর ছেলের কারণে দুঃখ পাবেন (আয়াত ৩৩-৩৫)। শিমিউনের কথা শুনে মরিয়ম ও ইউসুফ উভয়ে আশ্চার্যান্বিত হলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. শিমিউন কেমন লোক ছিলেন?

----

২. তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে কেন গিয়েছিলেন?

----

৩. তিনি শিশুটিকে দেখে কি করলেন এবং কি বললেন?

----

৪. শিশুটির কারণে বনি-ইস্রাইয়েলের লোকদের কি হবে?

----

৫. শিশুটি ইহুদী ও অইহুদীদের জন্য কি হবে?

----

৬. শিমিউনের কথা শুনে মরিয়ম ও ইউসুফ কেমন অনুভব করলেন?

----

৭. শিমিউনের কথা অনুযায়ী মরিয়ম তার ছেলের কারণে কেমন অবস্থায় পড়বেন?

তারা যখন বায়তুল মোকাদ্দসে তখন হান্না নামে একজন বৃদ্ধা মহিলাও এসেছিলেন, যার বয়স হয়েছিলো চুরাশি বছর, তিনি শিশুটির জন্য আল্লাহকে শুকরিয়া দিলেন এবং তিনি বললেন যে, এই শিশুটি তাদের প্রত্যাশার মুক্তি নিয়ে আসবে (আয়াত ৩৬-৩৮)। তিনি সাত বছর স্বামীর ঘর করার পর তার স্বামী মারা যান। তিনি তার বাকী জীবন বায়তুল মোকাদ্দসে রোজা ও মুনাজাতের মধ্য দিয়ে ইবাদত করে কাটিয়েছিলেন। তিনি একজন নবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. শূণ্যস্থান পুরন করুন:

ক) মহিলাটির নাম ছিলো ---

খ) তাঁর বয়স --------------------------- বছর।

গ) তিনি তার স্বামীর ঘর করেছেন ------------------------ বছর।

ঘ) তিনি একজন --------------------------- হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

২. বৃদ্ধা মহিলা বায়তুল মোকাদ্দসে কি করতেন?

----

৩. তিনি শিশুটিকে দেখে কি করলেন এবং কি বললেন?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
প্রথম খন্ড
হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৮. অস্থায়ী আশ্রয় ও বাড়ী স্থাপন

ম্যাথিও ২:১৩-২৩

“তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর মাবুদের একজন ফেরেশতা স্বপ্নে ইউসুফকে দেখা দিয়া বলিলেন, “উঠ, শিশুটি ও তাহার মাতাকে নিয়া মিসরে পালাইয়া যাও (হিজরত কর), আর আমি যতদিন তোমাকে আর কিছু না বলি, ততদিন পর্যান্ত সেইখানে থাক, কারণ, বাদশাহ হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করিবার জন্য তাহাকে খুঁজিবে।”

তখন ইউসুফ রাত্রিবেলায় শিশু ও তাহার মাকে নিয়া মিশরে চলিয়া গেলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যান্ত সেইখানে থাকিলেন, যেন নবীর মারফত নাজিল হওয়া মাবুদের এই কালাম সফল হয়, “আমি মিসর হইতে আমার পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম।”

পরে হেরোদ যখন দেখিলেন, তখন ভীষণ রাগান্বিত হইলেন এবং সেই পন্ডিতদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া নিয়াছিলেন, সেই হিসাবে দুই বছর ও তাহার কম বয়সের যত ছেলে বেহেলহেম ও তাহার চার সীমার মধ্যে ছিল, লোকজন পাঠাইয়া তাহাদের সকলকে হত্যা করাইলেন। তখন যেরেমিয়া নবীর উপর নাজিল হওয়া এই কালাম পূর্ণ হইল। “রামাতে ক্রন্দন ও মহাবিলাপ শোনা গেল, রাহেলা তাহার সন্তানদের জন্য কাঁদিতেছেন, সে কোন সান্তনা মানিতেছে না, কারণ, তাহারা আর জীবিত নাই।”

হেরোদের মৃত্যুর পর, মওলার একজন ফেরেশতা মিসরে ইউসুফকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, “উঠ, শিশুটি ও তাহার মাকে নিয়া ইস্রায়েল দেশে ফিরিয়া যাও, কারণ, যাহারা শিশুটিকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা মারা গিয়াছে।” তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশুটি ও তাহার মাকে নিয়া ইস্রায়েল দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, হরোদের ছেলে আর্খিলায় তাহার পিতা হেরোদের সিংহাসনে বসিয়া ইহুদিয়া প্রদেশ শাসন করিতেছেন, তখন সেইখানে যাইতে ভয় পাইলেন এবং স্বপ্নে হুকুম পাইয়া গালিলী প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং নাসারেথ নামক নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, যেন নবীদের উপর নাজিল হওয়া এই কালাম সফল হয় যে, তাহাকে নাসারেথ নিবাসী বলিয়া ডাকা হইবে।”

(লুক ২: ৩৯, ৪০)

“মওলার শরীয়ত মতে সকল কাজ শেষ করিবার পর তাহারা তাহাদের নিজেদের শহর গালিলীর নাসারেথ ফিরিয়া গেলেন। পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন ও শক্তিশালী হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পুর্ণা হইতে থাকিলেন, আর আল্লাহর রহমত তাহার উপর ছিল।”

ব্যাখ্যা:

গত পাঠে আমরা পড়েছি ছেলে শিশু জন্ম হলে মুসার শরীয়ত অনুযায়ী ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে। মরিয়ম ও ইউসুফ সেসব রীতিনীতি পালন করেছিলেন, তাদের শিশু সম্পর্কে শিমিউন ও হান্নার কাছ থেকে তারা আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বানী শুনেছিলেন। কয়েকজন বিদেশি পন্ডিত তাদেরকে দেখতে এসেছিলেন। পন্ডিতগন চলে যাবার পর একজন ফেরেশতা তাদেরকে স্বপ্নের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, বাদশাহ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য খোঁজছেন। গত একটি পাঠে আমরা জেনেছি হেরোদ চেয়েছিলেন শিশুটি কোথায় জন্ম নিবে তা যেন পন্ডিতগন তাকে অবগত করেন, কিন্তু পন্ডিতগনকে স্বপ্নে সাবধান করা হয়েছিল তারা যেনো হেরোদের কাছে ফিরে না যান। ফেরেশতা ইউসুফকে বলেছিলেন তারা যেনো অতি তাড়াতাড়ি মিসরে পালিয়ে যান এবং পুনরায় না বলা পর্যন্ত যেনো তারা সেখানেই থাকেন এবং সেখান থেকে যেনো না সরেন। কিতাবে বলা হয়েছে, ইউসুফ স্বপ্ন

দেখার পর ঘুম থেকে উঠে মরিয়ম ও শিশুটিকে নিয়ে সেই রাতেই মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন এবং তারা সাথে সাথে চলে গিয়েছিলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. মরিয়ম ও ইউসুফ কোন ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি পালন করেছিলেন?

----

২. বাদশাহ হেরোদ কি জন্য শিশুটিকে খোঁজছিলেন?

----

৩. পন্ডিতগন হেরোদের কাছে গেলেন না কেন?

----

৪. ফেরেশতা ইউসুফকে কোথায় গিয়ে থাকতে বলেছিলেন?

----

৫. ইউসুফ স্বপ্নে ফেরেশতার আদেশ শুনে মরিয়ম শিশুটিকে নিয়ে কি করলেন?

বিদেশী পন্ডিতগন যখন আর ফিরে এলেন না, তখন হেরোদ বুঝতে পারলেন যে, তারা তার সাথে চাতুরী করেছে। হেরোদ খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি বেথলেহেম অঞ্চলের দুই বছরের কম বয়সের সমস্ত ছেলে শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, পন্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা তিনি শুনেছিলেন সেই সময়ের হিসাব মতে দুই বছরের কম বয়সের সকল শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। হেরোদ ছিলেন একজন নিষ্ঠুর ও মন্দ লোক, তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতা লোভী। তিনি বেথলেহেম অঞ্চলের পরিবারবর্গকে এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, এ ঘটনা সম্পর্কে অনেক বছর আগে যেরেমিয়ার নবীর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিলো (ম্যাথিও ২:১৭ আয়াত, যেরেমিয়া ৩১:১৫ আয়াত)।

প্রশ্নাবলী:

১. পন্ডিতগণ ফিরে না আসাতে হেরোদ কি বুঝেছিলেন?

----

২. তারপর হেরোদ কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?

----

৩. হেরোদ কেমন লোক ছিলেন?

----

৪. বেথলেহেম অঞ্চলের পরিবার সমূহের কেমন হাল হয়েছিলো?

----

৫. পরিবারগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে কোন নবীর কিতাবে ভবিষ্যদ্বানীর উল্লেখ আছে?

ফেরেশতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইউসুফকে বলেছিলেন যে, আবার না বলা পর্যন্ত ইউসুফ যেনো মরিয়ম এবং নবজাতক ইসাকে নিয়ে মিসরে থাকেন। ফেরেশতা স্বপ্নে ইউসুফকে বলেছিলেন মিসর দেশে যেতে (আয়াত ২০)। বাদশাহ হেরোদ মারা যাওয়ার পর ইউসুফ শিশুটিসহ মরিয়মকে নিয়ে তাদের জন্মস্থান ইহুদা এলাকায় ফিরে গেলেননা, কিন্তু তারা গেলেন গালীল এলাকার নাসারেথে (ম্যাথিও২:২২,২৩, লূক২:৩৯)। আমরা কিতাবে দেখতে পাই যে, শিশুটি শারীরিকভাবে, শক্তিতে এবং জ্ঞানে বেড়ে উঠতে লাগলেন। এতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, আল্লাহ তাঁর আনুকুল্যে ছিলেন। (লূক ২:৪০)।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসার জন্ম কোথায় হয়েছিলো?

----

২. ইউসুফ শিশুসহ মরিয়মকে নিয়ে অস্থায়ীভাবে কোথায় বসবাস করতে গিয়েছিলেন?

----

৩. শূণ্যস্থান পূরণ করুন:

ক) শিশুটি -----------, -------------- এবং ----------- বেড়ে উঠতে লাগলেন।

গ) আল্লাহ শিশুটির -- ছিলেন।

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

প্রথম খন্ড

হযরত ইসার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও পূর্ণতা

৯. শিশুকাল: লূক ২:৪১-৫২

“তাহার মাতাপিতা প্রতি বছর ঈদুল ফেসাখের সময়ে জেরুশালেমে যাইতেন। তাহার বয়স বার বছর হইলে তাহারা ঈদের রেওয়াজ অনুসারে জেরুশালেমে গেলেন এবং ঈদের সময় শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বালক ইসা জেরুশালেমে রহিয়া গেলেন, আর তাহার মাতাপিতা তাহা জানিতেন না, কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করিয়া তাহারা একদিনের পথ পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন, পরে আত্নীয় ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাহার খোঁজ করিতে লাগিলেন, তাহাকে না পাইয়া তাহার খোঁজ করিতে করিতে জেরুশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিনদিন পর তাহারা তাহাকে বায়তুল মোকাদ্দসে দেখিতে পাইলেন, তিনি শরীয়তের মুফতিদের মধ্যে বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন ও তাহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, যাহারা তাহার কথা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে তাহার বুদ্ধি ও জবাবে খুব আশ্চর্য হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইলেন এবং তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার কেন করিলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি ব্যাকুল হইয়া তোমার খোঁজ করিতেছিলাম।” তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “কেন আমার তালাশ করিলে? আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকিতে হইবে, ইহা কি জানিতে না?” কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যে কথা বলিলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে নাসারেথ চলিয়া গেলেন ও তাহাদের বাধ্য থাকিলেন। আর তাহার মাতা সকল কথা তাহার অন্তরে রাখিলেন। পরে ইসা জ্ঞানে বয়সে ও আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষের কাছে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।”

ব্যাখ্যা:

গত পাঠে আমরা পড়েছি যে, ইউসুফ ও মরিয়ম তাদের শিশু হযরত ইসাকে নিয়ে গালিল অঞ্চলের নাসারেথে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে শিশুটি যে শারীরিক শক্তিতে বেড়ে উঠেছিলো কেবল তা নয়, সে আল্লাহর আনুকুল্যে জ্ঞানেও বেড়ে উঠেছিলো (লূক ২:৪০)। কিতাবে তাঁর শিশুকাল সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ আছে, তবে এই অধ্যায়ে নাজাতদাতার ঘটনাটি একটি অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিলো।

মরিয়ম ও ইউসুফের জাতিগত প্রথা অনুযায়ী ইদুল ফেসাকের সময় তারা বায়তুল মোকাদ্দসে যেতেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১-১৮)। হযরত মুসার নেতৃত্বে তার লোকদের ফেরাউনের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করার ঘটনাকে স্মরণ করে প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মরিয়ম ও ইউসুফ প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন (লূক ২:৪১)। হযরত ইসার বয়স যখন ১২ বছর, তখন তিনি তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বায়তুল মোকাদ্দসে গিয়েছিলেন। একজন বালকের জন্য এই বয়সটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বয়সটি “ইবনে শরীয়ত” অর্থাৎ শরীয়ত পালনে গণিত হিসেবে যথেষ্ট ছিলো (গালাতীয় ৪:৪)।

প্রশ্নাবলী:

১. নাজাত দাতার শিশুকাল সম্বন্ধে খুবই অর্থবহ ঘটনা কিতাবের কোথায় উল্লেখ আছে?

----

২. মরিয়ম ও ইউসুফ শিশুটিকে নিয়ে কোথায় ফিরে গিয়েছিলেন? সেখানে শিশুটি কিভাবে বেড়ে উঠছিলেন?

----

৩. মরিয়ম ও ইউসুফ প্রত্যেক বছর কোথায় যেতেন এবং কেন যেতেন?

----

৪. তারা কোন জাতিগত প্রথা অনুসরণ করতেন?

----

৫. হযরত ইসা কত বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার সাথে বায়তুল মোকাদ্দসে গিয়েছিলেন?

সাতদিন উৎসব চলার পর উৎসবের শেষে মরিয়ম ও ইউসুফ তাদের আত্মীয় স্বজন ও দলের অন্যান্যদের নিয়ে নাসারেথের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তখন তারা ভেবেছিলেন তাদের যাত্রাপথে তাদের ছেলে সাথেই আছে (আয়াত ২:৪৪)। তারা বুঝতে পারেন নি যে, তাদের বার বছর বয়সি ছেলে জেরুশালেমেই রয়ে গেছে, সে জেরুশালেম ছেড়ে আসেনি। মরিয়ম ও ইউসুফ একদিনের পথ চলে যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারলেন তাদের ছেলে তাদের দলের মাঝে নেই। তখন মরিয়ম ও ইউসুফ তাকে তালাশ করতে আবার জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

তারা তিনদিন শহরে খুঁজাখুঁজির পর সম্ভবত যেখানে তারা উঠেছিলেন বা থাকতেন সেখানে তাকে পাননি। তৃতীয় দিন বায়তুল মোকাদ্দসে গিয়ে ইসাকে পেলেন। ইসা বায়তুল মোকাদ্দসে তার জাতির আলেমদের মধ্যে বসে তাদের কথা শুনছিলেন এবং তাদের সাথে বাহাস করছিলেন অথবা তাদেরকে প্রশ্ন করছিলেন (আয়াত ৪৬,৪৭)। সেখানে তার সমাজের আলেমগণসহ যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে তার বুদ্ধি ও প্রশ্নোত্তর শুনে অবাক হচ্ছিলেন। গ্রাম থেকে আসা ১২ বছর বয়সের একটি ছেলের এমন নেতার মতো বুদ্ধিমত্তা অবাক করার মতোই ছিলো। যখন মরিয়ম ও ইউসুফ বায়তুল মোকাদ্দসে ইসাকে পেলেন, তখন আশ্চার্যান্বিত হলেন এবং মরিয়ম ভৎর্সনার সুরে তাকে বললেন, “বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কেন করিলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি ব্যাকুল হইয়া তোমার খোঁজ করিতেছিলাম।”

প্রশ্নাবলী:

১. মরিয়ম ও ইউসুফ কয়দিন পর তাদের ছেলেকে খোঁজাখুঁজি করে পেলেন?

----

২. হযরত ইসা বায়তুল মোকাদ্দসে কি করছিলেন?

----

৩. আলেমগন ও অন্যান্যরা ইসার প্রতি কেন আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন?

----

৪. মরিয়াম তার ছেলেকে পেয়ে কি বলেছিলেন?

মরিয়ম স্পষ্টভাবে মর্মাহত ছিলেন। তিনি তার পুত্রের প্রতি কৈফিয়ত তলব করে পুত্রের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ইসার বয়স ছিলো মাত্র বার বছর, আর তিনি এই প্রথমবার তার গ্রামের বাইরে গিয়েছিলেন। মরিয়ম ও ইউসুফ তিনদিন ধরে তাঁকে খুঁজাখুঁজি করছিলেন। তারা যখন ইসাকে খুঁজে পেলেন তখন ইসা বায়তুল মোকাদ্দসের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে বসে গভীর ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইসা যে ব্যতিক্রম বা আলাদা তা মরিয়ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এটাই প্রথমবার নয়।

হযরত ইসার জবাব এবং তাঁর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ ছিলো খুবই শিক্ষামূলক। বালক হযরত ইসা তাঁর মায়ের কৈফিয়তের জবাবের পরিবর্তে উল্টো প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তারা কেন তাকে খোঁজছেন ভেবে হয়তো তিনি হতভম্ব হয়েছিলেন। তিনি তখন প্রশ্ন করে বললেন, “কেন আমার তালাশ করিলে? আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকিতে হইবে, ইহা কি জানিতে না?”

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসার মা মরিয়ম কেন ব্যাকুল হয়েছিলেন?

----

২. হযরত ইসা বায়তুল মোকাদ্দসে কাদের সাথে কি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন?

----

৩. হযরত ইসা কেমন ছিলেন বলে তাঁর মা বুঝতে পেরেছিলেন?

----

৪. মরিয়ম যখন হযরত ইসাকে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন, তখন হযরত ইসা কি জবাব দিয়েছিলেন?

ইহা খুবই গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করার মতো বিষয় ছিলো যে, একজন ১২ বছরের বালক সমাজের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে গভীর আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। কোনো কোনো কিতাবে উদ্বৃতি আছে যে, আল্লাহকে পিতা বলে সম্বোধন করা হতো। আল যবুর, কিতাবিম নবীদের কিতাবে এমন প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে (আল যবুর ১০৩:১৩)। আল্লাহকে ইব্রাহিমের বংশের লোকদের পিতা বলা হতো। (ইশাইয়াহ ৬৩:১৬)। যদিও কিতাবে উদ্বৃতি আছে কিন্তু নবীগন নিয়মিত ভাবে পিতা বলতেন না। তাদের সাথে আল্লাহর এমন গভীর সম্পর্ক ছিলো না। এই ১২বছর বয়সের বালকের একটি শক্ত ধারণা ছিলো যে, বায়তুল মোকাদ্দস তার পিতার ঘর এবং সেখানে তার থাকতে হবে। নাজাতদাতার জীবন সম্পর্কে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে হযরত ইসা আল্লাহকে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন।

প্রশ্নাবলী:

১. আল্লাহর সাথে বালকটির সম্পর্কের বিষয়ে কি জানতেন?

----

২. আল যবুর ও নবীদের কিতাবে আল্লাহর সাথে ইব্রাহিমের বংশের লোকদের কি সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে?

----

৩. বায়তুল মোকাদ্দস সম্পর্কে বালকটি কি বলেছেন?

----

৪. ১২ বছরের বালক ইসার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সম্বন্ধে ইসার কেমন চেতনা ছিলো?

মরিয়ম ও ইউসুফ বুঝতে পারেননি যে, তাদের পুত্র কি বলেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর পিতামাতার সাথে নাসারেথে ফিরে গিয়েছিলেন। কিতাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “……… তিনি তাদের বাধ্য থাকিলেন” (লূক ২:৫১)। তারা তাদের ব্যতিক্রমী ছেলেটিকে বুঝতে পারেননি, ছেলেটি কিন্তু তার পিতামাতার বাধ্য ছিলেন। ইসা বুঝতেন আল্লাহর সাথে ছেলেটির সম্পর্ক তার পিতামাতার চেয়ে বেশি গভীর এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিলো। তবুও তিনি তার পিতা মাতার বাধ্য ছিলেন। এসব মরিয়ম তার হৃদয়ে গেঁথে রেখেছিলেন। তিনি এবং ইউসুফ গুরুত্ব দিয়ে ও পবিত্রতার সাথে এমন

বিশেষ শিশুটির যত্ন নিতে থাকলেন। কিতাবে (আয়াত ৫২) উল্লেখ আছে যে, হযরত ইসা কেবলমাত্র বয়সে বেড়ে উঠছিলেন তা নয়, তিনি আল্লাহ ও মানুষের মহব্বতে ও জ্ঞানে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. মরিয়ম ও ইউসুফ কেন তাদের ছেলের কথা বুঝতে পারেন নি?

    ----

২. মরিয়ম ও ইউসুফ ছেলেটিকে কেমনভাবে লালন পালন করছিলেন?

    ----

৩. হযরত ইসা কিভাবে বেড়ে উঠছিলেন?

    ----

১০. বায়েতকারী ইয়াহিয়ার কাজ: লূক ৩:১-২০

“রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস সীজারের রাজত্বের পনের বছরে, যখন পন্টিয়াস পিলাত ইহুদিয়ার গভর্ণর, হেরোদ তখন গালিলীর রাজা, তাহার ভাই ফিলিপ যিতুরিয়া ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের বাদশাহ এবং লুষাণীয় ছিলেন অবিলিনির বাদশাহ। মহা ইমাম হানন ও কায়াফার সময়ে মুরুভূমিতে জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়ার উপর আল্লাহর কালাম নাজিল হইল। তাহাতে তিনি জর্দান নদীর কাছের দেশগুলিতে আসিয়া গোনাগাহ মাফের জন্য তওবা করিবার মাধ্যমে বায়েত প্রচার করিতে লাগিলেন।

যেমন- ইশাইয়াহ নবীর কিতাবে ইরশাদ হয়েছে- ‘প্রান্তরে একজনের আওয়াজ, সে ঘোষনা করিতেছে, ‘তোমরা মাবুদের রাস্তা প্রস্তুত কর, তাহার জন্য সোজা রাস্তা তৈরি কর। প্রত্যেক উপত্যকা ভরাট করা হইবে, প্রত্যেক পাহাড় ও উপপাহাড় নীচু করা হইবে, যাহা বাঁকা তাহা সোজা করা হইবে, যাহা যাহা অসমান, সেইগুলি সমান করা হইবে, এবং সকল মানুষ আল্লাহর নাজাত দেখিবে।” এইজন্য যাহারা তাহার দ্বারা বায়েত হওয়ার জন্য আসিল, ইয়াহিয়া লোকদিগকে বলিলেন, “হে সাপের বংশধররা, ভবিষ্যত গজব হইতে পালায়ন করিতে তোমাদিগকে কে হুশিয়ার করিল?” এইজন্য তওবা করিয়া উহার উপযুক্ত ফলে ফলবান হও এবং মনে মনে বলিও না যে, ইব্রাহিম আমাদের পিতা, কারণ আমি তোমাকে বলিতেছি, “আল্লাহ এই পাথরগুলি হইতে ইব্রাহিমের জন্য সন্তান সৃষ্টি করিতে পারেন। এখনই গাছগুলির গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে, এইজন্য যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।” তখন লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহা হইলে আমাদের কি করিতে হইবে?” তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “যাহার দুইটি জামা আছে, সে যাহার নাই তাহাকে একটি দিক, আর যাহার কাছে খাবার আছে, সেও তেমনই করুন।” টোল আদায়কারীরাও তাহার বায়েত নেওয়ার জন্য আসিল এবং তাহাকে বলিল, “মুর্শিদ, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?” তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমার জন্য যাহা ঠিক করিয়া দেওয়া আছে, তাহার বেশি আদায় করিও না।” সৈনিকেরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদেরই বা কি করিতে হইবে?” তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “কাহারও প্রতি জুলুম করিও না, অন্যায়ভাবে কিছু আদায় করিও না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।” লোকেরা যাহার আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং ইয়াহিয়ার বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবিতেছিল, কি জানি, হয়তো বা ইনিই সেই মসীহ। তখন ইয়াহিয়া সকলকে বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে পানিতে বায়েত করিতেছি বটে, কিন্তু এমন একজন আসিতেছেন, যিনি আমার চাইতে শক্তিশালী, যাহার জুতার বাঁধন খুলিবার যোগ্যও আমি নই, তিনি তোমাদিগকে পাকরূহ ও আগুনে বায়েত করিবেন। কুলা তাহার হাতে আছে, তিনি তাহার খামার পরিস্কার করিবেন ও তাহার গোলায় গম সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া দিবেন।” অনেক শিক্ষা দিয়া ইয়াহিয়া লোকদের কাছে সুখবর প্রচার করিতেন। কিন্তু রাজা হেরোদ তাহার ভায়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে এবং তাহার সকল খারাপ কাজের বিষয়ে দোষী হইলে ইয়াহিয়া তাহার দোষ দেখাইয়া দিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে জেলখানায় আটক করিলেন, ইহাতে তাহার অন্যসব খারাপ কাজের সাথে এই কাজটিও যোগ হইল।”

(ম্যাথিও ৩:১-১২)

“সেই সময়ে বায়েতকারী ইয়াহিয়া আসিয়া ইহুদিয়ার মুরুভূমিতে হেদায়েত করিতে লাগিলেন- তিনি বলিলেন, “তওবা কর, কারণ বেহেস্তী হুকুমত আসিয়া পড়িয়াছে।” ইনিই সেই লোক, যাহার বিষয়ে ইশাইয়াহ নবীর উপর এই ওহী নাজিল হইয়াছিল, “মরুভূমিতে একজনের আওয়াজ শুনা যাইতেছে, সে ঘোষণা করিতেছে,

তোমরা মওলার রাস্তা প্রস্তুত কর, তাঁহার পথ সোজা কর।” ইয়াহিয়া উটের পশমের কাপড় পরিতেন। তাহার কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খাইতেন। তখন জেরুশালেমে, সমস্ত ইহুদিয়া এবং জর্দান নদীর চারি পাশের সকল এলাকার লোক বাহির হইয়া তাহার কাছে আসিতে লাগিলেন এবং নিজেদের গোনাহ স্বীকার করিয়া তওবা করিয়া জর্দান নদীতে তাহার দ্বারা বায়েত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক ফরিশী ও সদ্দূকী বায়েত হইতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “হে সাপের বাচ্চারা, আসন্ন গজবের হাত হইতে পালাইতে তোমাদিগকে কে হুশিয়ার করিল? তোমরা যে তওবা করিয়াছ, এইজন্য তওবার উপযুক্ত ফলে ফলবান হও। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়া এই ধারণা পোষণ করিও না যে, ‘ইব্রাহিম তো আমাদেরই পিতা’, কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আল্লাহ এই পাথরগুলি হইতেও ইব্রাহিমের বংশধর পয়দা করিতে পারেন। এখনও গাছগুলির গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে এবং যদি কোনো গাছে ভাল ফল না ধরে, তাহা কাটিয়া আগুনে দেওয়া হইবে। আমি তোমাদিগকে তওবার জন্য পানিতে বায়েত করিতেছি বটে কিন্তু আমার পরে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার চাইতেও মহান, আমি তাহার জুতা বহিবার যোগ্যও নহি, তিনি তোমাদিগকে পাকরূহ ও আগুনে বায়েত করিবেন। তাহার হাতে কুলা আছে, তিনি তাহার শস্য ভাল ভাবেই পরিস্কার করিবেন এবং তাহার গম গোলায় মওজুদ করিবেন, কিন্তু তুষ জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া দিবেন।”

(ইউহোন্না ১:৬-৮)
“একজন মানুষ আসিলেন, তিনি আল্লাহর তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম ইয়াহিয়া। তিনি সেই নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, যেন সকলেই তাহার মাধ্যমে ইমান আনে। তিনি সেই নূর ছিলেন না, কিন্তু সেই নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিলেন।”

ব্যাখ্যা:

আল্লাহর মনোনিত মসীহের আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণে যিনি আসছেন, তিনি যে জাতির অধীনে জন্মগ্রহণ করবেন, কেবল সেই জাতির লোকদের নাজাত দাতা হবেন তা নয়, তিনি হবেন দুনিয়ার সকল জাতির লোকদের জন্য নাজাত দাতা। সেই নাজাত দাতার আগমনের পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ একজন মহান নবীকে প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম ইয়াহিয়া, যিনি বৃদ্ধ পিতামাতার দ্বারা অলৌকিক ভাবে জন্ম নিয়েছিলেন। তার মা এলিজাবেথের সন্তান জন্ম দেয়ার বয়স পার হয়ে গিয়েছিলো। নাজাতদাতার আগমনের ঘোষণা করার বিষয়ে ইয়াহিয়া এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

যখন ইয়াহিয়া নাজাত দাতার আগমনের ভূমিকা রাখা আরম্ভ করেছিলেন, তখন তিনি মরুভূমিতে থাকতেন এবং খুবই অনাড়ম্বর পোশাক পারিধান করতেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দরবেশ, তিনি উটের লোমের কাপড় পরিধান করতেন এবং চামড়ার কোমর-বন্ধনী (বেল্ট) ব্যবহার করতেন। তিনি একজন দরবেশের খাদ্য, যেমন মরুভূমির পঙ্গপাল ও বনমধু খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তার জীবন ছিলো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত, আল্লাহ কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তার এমন জীবনচর্চা দেখে বুঝা যায় যে, সম্ভবত তিনি বিয়ে-শাদি না করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর পরিকল্পনা মাফিক জীবন যাপন করেছেন।

প্রশ্নাবলী:

১. আল্লাহর মনোনিত মসীহ কোন জাতির লোকদের জন্য নাজাত দাতা?

----

২. ইয়াহিয়া নবীকে আল্লাহ কিসের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

----

৩. ইয়াহিয়া নবী কেমন জীবন যাপন করেছিলেন?

----

৪. তিনি সত্যিকার রূপে কি ছিলেন? তার পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যের বর্ণনা দিন?

ইয়াহিয়ার উপর আল্লাহর কালাম নাজিল হয়েছিলো এবং মরুভূমির ইহুদিয়া প্রদেশের জর্দান নদীর কাছের দেশগুলি হতে যেসব লোকেরা তাঁর কথা শুনতে এসেছিলেন তাদেরকে তিনি হেদায়েত করতে লাগলেন (লূক ৩:৩; ম্যাথিও ৩:১)। তাঁর প্রচারের বাণী ছিলো- গোনাহ মাফের জন্য তওবা করে বায়েত গ্রহণ করতে হবে। ইয়াহিয়া মরুভূমির জর্দান নদীতে যখন বায়েত করছিলেন, তখন তাঁর প্রচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পানিতে ডুব দিয়ে অনেকে বায়েত নিয়েছিলেন। ইহা স্পষ্ট যে, তিনি আল্লাহর কালাম প্রচার করছিলেন আর অনেক লোক তাঁর কথা শুনতে এসেছিলেন (লূক ৩:৭)।

বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের অনেক লোক ইয়াহিয়ার কথা বা প্রচার শুনতে এসেছিলেন। ধর্মীয় নেতাদের কাছে তিনি ছিলেন খুব সংকটপূর্ণ। ইয়াহিয়া ধর্মীয় নেতাদের সর্প বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তারা দাবী করতেন যে, তারা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত, কারণ তারা ছিলেন ইব্রাহিমের বংশধর। তারা বলতেন ইব্রাহিম তাদের পিতা এবং এ কারণে তারা নিজেদেরকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বলে দাবী করতেন। কিন্তু ইয়াহিয়া সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তারা প্রকৃত তওবা না করলে এবং তাদের জীবন তওবার উপযুক্ত ফলে ফলবান না হলে, আল্লাহর রোষানলে বা গজবে পড়তে হবে (ম্যাথিও ৩:৭-১২)।

প্রশ্নাবলী:

১. ইয়াহিয়ার প্রচারের বাণী কি ছিলো?

----

২. তার প্রচারে লোকেরা কেন আসতেন?

----

৩. তিনি ধর্মীয় নেতাদের কি বলে সম্বোধন করেছেন?

----

৪. ধর্মীয় নেতাগণ নিজেদেরকে কি বলে দাবী করতেন এবং কেন?

----

৫. আল্লাহর রোষানলে বা গজবে না পড়ার জন্য কি করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

অন্যান্য লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাহলে তারা কি করবেন? ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে আছেন তারা অন্যদেরকে হিস্যা দিক। শাসকদের পক্ষে খাজনা আদায়কারী কয়েকজন লোক বায়েত নিতে এসে গুরু হিসেবে ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কি করবেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের যতটুকু আদায় করা ন্যায্য, তার চেয়ে অতিরিক্ত যেন আদায় না করেন। তিনি ছিলেন দুর্নীতির বিপক্ষে। ওই সময়কালে সৈনিকগণ কখনও কখনও চাঁদাবাজির দোষে দোষী ছিলেন। সৈনিকগণ তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের জন্য তার পক্ষ থেকে কি নির্দেশ আছে। তিনি তাদেরকে জুলুম করতে ও অন্যায়ভাবে কিছু আদায় করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তারা যেন তাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থাকেন (লূক ৩:১০-১৪ আয়াত)। ইয়াহিয়াকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন, আল্লাহর মনোনিত মসীহের আগমনের পথ প্রস্তুত করার জন্য। তিনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু তিনি তাঁর জীবন ও আপোষহীন প্রচার দ্বারা মানুষদের সামাজিক ও আধ্যাত্বিক ভাবে হযরত ইসার আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

ইয়াহিয়ার প্রভাব ও কাজের ফলাফল ছিলো অসাধারণ, যে কারণে অনেক লোকে প্রশ্ন করতেন ইয়াহিয়াই আল্লাহর প্রতিশ্রুত মসীহ কিনা। কিন্তু ইয়াহিয়া সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর মনোনিত মসীহ নন। তিনি পানিতে বায়েত করেছেন বটে, কিন্তু আল্লাহর মনোনিত মসীহ পাক-রূহ ও আগুনে বায়েত করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর মনোনিত মসীহের জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলিবার যোগ্য নন (লূক ৩:১৬,ম্যাথিও ৩:১১,ইউহোন্না ১:২৬,২৭)। আমরা পরবর্তী পাঠে দেখবো যে, ইয়াহিয়াকে আপোষহীন বাণী ও জীবনের জন্য একজন খারাপ অর্থনৈতিক শাসকের দ্বারা কিভাবে দুখঃকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

প্রশ্নাবলী:

১. ইয়াহিয়া নিম্নের ব্যক্তিদের মধ্যে কাদের জন্য কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?

ক) ধর্মীয় নেতাগণকে --

খ) যারা প্রাচুর্য্যের মধ্যে আছেন ---

গ) শাসকের পক্ষে কর আদায়কারীদেরকে --

ঘ) সৈনিকগণকে ---

২. ইয়াহিয়ার অসাধারণ প্রভাব ও কাজের ফলাফলের কারণে লোকেরা তাকে কি মনে করেছিলেন?

----

৩. ইয়াহিয়া ও হযরত ইসার অবস্থান সম্পর্কে ইয়াহিয়া কি বলেছিলেন?
